অ্যাকাডেমিক মনোগ্রাফ সিরিজ • দর্শন বিভাগ

কালিপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়

বাঘডোগরা, দার্জিলিং, পশ্চিমবঙ্গ • উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত

উচ্চশিক্ষামূলক গবেষণা প্রবন্ধ • নীতিদর্শন ও সমাজদর্শন

শাস্তিতত্ত্ব

(Theories of Punishment)

প্রতিশোধমূলক, নিবারণমূলক, সংশোধনমূলক ও সমন্বয়ী শাস্তিতত্ত্বের একটি সুসংবদ্ধ নীতিদার্শনিক ও আইনতাত্ত্বিক মূল্যায়ন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান:	কালিপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়
বিভাগ:	দর্শন বিভাগ (Department of Philosophy)
প্রস্তুতকারক:	বিবেকানন্দ হোড় (Vivekananda Hore)
বিষয় ও ক্ষেত্র:	নীতিদর্শন, সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শন, আইনদর্শন (Jurisprudence)
পাঠ্যক্রম স্তর:	স্নাতক সাম্মানিক ও উচ্চশিক্ষা গবেষণা পাঠ্যক্রম (CBCS / NEP)

অ্যাকাডেমিক পাবলিকেশন • প্রাতিষ্ঠানিক সংগ্রহশালা

শাস্তিতত্ত্ব: নৈতিক যৌক্তিকতা, মৌলিক মতবাদ ও সমকালীন দৃষ্টিভঙ্গি

সারসংক্ষেপ (Executive Philosophical Abstract): মানব সমাজে রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক ব্যক্তির ওপর বলপ্রয়োগের সবচেয়ে দৃশ্যমান, বিতর্কিত এবং কঠোরতম মাধ্যম হলো 'শাস্তি' (Punishment)। সাধারণ পরিস্থিতিতে কোনো মানুষের স্বাধীনতা হরণ করা, দৈহিক যন্ত্রণা প্রদান করা বা ধনসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করাকে চরম অন্যায়, নীতিহীন এবং অপরাধমূলক বলে গণ্য করা হয়। অথচ সেই একই কাজ যখন কোনো বৈধ রাষ্ট্রীয় আদালত কোনো অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে, তখন তা ন্যায়সঙ্গত, বৈধ এবং নৈতিক কর্তব্য হিসেবে অভিনন্দিত হয়। এখানেই নীতিদর্শনের সর্বাপেক্ষা জটিল প্রশ্নটি উত্থিত হয়: কোন নৈতিক অধিকারের বলে সমাজ একজন ব্যক্তির ওপর সচেতনভাবে দুঃখ বা যন্ত্রণা আরোপ করার অধিকার পায়? এই গবেষণা প্রবন্ধে শাস্তির স্বরূপ, প্রখ্যাত আইনদার্শনিক এইচ. এল. এ. হার্টের মানদণ্ড, প্রাচীনতম প্রতিশোধমূলক তত্ত্ব (Retributive Theory), উপযোগিতাবাদী নিবারণমূলক বা প্রতিরোধমূলক তত্ত্ব (Deterrent Theory), মানবতাবাদী সংশোধনমূলক তত্ত্ব (Reformative Theory), প্রায়শ্চিত্তমূলক তত্ত্ব (Expiatory Theory) এবং সমকালীন পুনর্গঠনমূলক ন্যায়বিচার (Restorative Justice) ও মৃত্যুদণ্ড বিতর্কের বিশদ দার্শনিক সমীক্ষা উপস্থাপন করা হয়েছে।

১. শাস্তির ধারণা, সংজ্ঞা ও দার্শনিক পূর্বশর্ত

সমাজ ও রাষ্ট্রদর্শনের কেন্দ্রস্থলে শাস্তির যৌক্তিকতার প্রশ্নটি এক গভীর নৈতিক সংকটের জন্ম দেয়। মানুষ যখন একটি সংগঠিত সমাজের সদস্য হিসেবে বসবাস করে, তখন সে পরস্পরের অধিকার রক্ষার স্বার্থে কিছু সাধারণ নিয়ম ও সামাজিক চুক্তি মেনে চলতে বাধ্য হয়। কিন্তু অপরাধী যখন সেই সামাজিক নিয়ম বা রাষ্ট্রের আইন লঙ্ঘন করে অপরের জান-মাল ও মর্যাদার ওপর আঘাত হানে, তখন সমাজ তার বিরুদ্ধে প্রাতিষ্ঠানিক বলপ্রয়োগে লিপ্ত হয়। তবে রাষ্ট্রের এই বলপ্রয়োগ আর একজন ডাকাতের বলপ্রয়োগের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কোথায়? কোন বৈশিষ্ট্যের কারণে রাষ্ট্রীয় শাস্তি নৈতিক বৈধতা লাভ করে?

বিশ্লেষণাত্মক আইনদর্শনে ব্রিটিশ আইনদার্শনিক এইচ. এল. এ. হার্ট (H.L.A. Hart) এবং অ্যান্টোনি ফ্লু (Antony Flew) শাস্তির পাঁচটি অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন:

1. **কষ্ট বা বঞ্চনার উপস্থিতি (Infliction of Hardship):** শাস্তির মধ্যে অবশ্যই এমন কোনো অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতা, দৈহিক বা মানসিক যন্ত্রণা, স্বাধীনতা হরণ কিংবা আর্থিক ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে, যা সাধারণ মানুষের কাছে কষ্টকর বলে বিবেচিত হয়।
2. **আইন লঙ্ঘনের প্রতিক্রিয়া (Response to Offense):** শাস্তি কেবল তখনই বৈধ হয়, যখন তা প্রতিষ্ঠিত আইন বা বিধিবদ্ধ সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘনের কারণে প্রযুক্ত হয়।
3. **অপরাধীর ওপর প্রয়োগ (Targeted at Offender):** শাস্তি কেবলমাত্র সেই প্রকৃত ব্যক্তির ওপরই আরোপ করা যায়, যে স্বেচ্ছায় আইন ভঙ্গ করেছে বা যার বিরুদ্ধে অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।
4. **সচেতন মানবিক কর্তৃত্ব (Human Agency):** শাস্তি মানুষের দ্বারা সচেতনভাবে প্রযুক্ত হতে হবে; কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে অপরাধীর ক্ষতি হলে তাকে দার্শনিক অর্থে শাস্তি বলা যায় না।
5. **আইনসঙ্গত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত (Authorized Jurisdiction):** যে সমাজব্যবস্থায় অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে, সেই ব্যবস্থার বৈধ আদালত বা সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শাস্তি নির্ধারিত ও প্রযুক্ত হতে হবে। ব্যক্তিগত প্রতিশোধ বা দলবদ্ধ জনতার প্রহার (Mob Lynching) কখনোই ন্যায়সঙ্গত শাস্তি হতে পারে না।

নীতিদর্শনের দিক থেকে শাস্তি ক্ষতিপূরণ (Civil Compensation) থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দেওয়ানি মামলায় ক্ষতিপূরণের লক্ষ্য থাকে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা; কিন্তু ফৌজদারি শাস্তির প্রধান উদ্দেশ্য হলো অপরাধীর অন্যায় ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমাজের সম্মিলিত নৈতিক প্রতিবাদ, ধিক্কার ও নিন্দা ব্যক্ত করা।

২. প্রতিশোধমূলক বা প্রতিরোধাত্মক মতবাদ (Retributive Theory)

শাস্তি সংক্রান্ত তত্ত্বসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম এবং নীতিদর্শনের দিক থেকে সর্বাধিক আপসহীন মতবাদ হলো **প্রতিশোধমূলক মতবাদ (Retributive Theory)**। এই মতবাদটি কর্তব্যবাদী বা শর্তহীন নীতিদর্শনের (Deontological Ethics) ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই মতবাদের মূল কথা হলো—*Punitur quia peccatum est* (শাস্তি দেওয়া হয় কারণ অপরাধ করা হয়েছে)। অপরাধী অন্যায় করেছে বলেই সে শাস্তি পাওয়ার যোগ্য; শাস্তি কোনো ভবিষ্যৎ উপযোগিতা বা সমাজকল্যাণের মাধ্যম নয়, বরং পাপের অনিবার্য ও স্বাভাবিক নৈতিক পরিণতি।

ঐতিহাসিক পটভূমি: ব্যক্তিগত প্রতিশোধ থেকে ‘যেমন কর্ম তেমন ফল’ (Lex Talionis)

মানব ইতিহাসের আদিম পর্যায়ে অপরাধের শাস্তি ছিল ব্যক্তিগত বা পারিবারিক রক্তের প্রতিশোধ (Blood Feud)। ক্ষতিগ্রস্ত গোত্র অপরাধীর পুরো গোষ্ঠীর ওপর নির্মম আক্রমণ চালাত। এই বিশৃঙ্খল বর্বরতাকে রোধ করার জন্য প্রাচীন আইনশাস্ত্রে (যেমন—হামুরাবির আইনবিধি এবং ওল্ড টেস্টামেন্টের মোজেসের অনুশাসন) প্রবর্তিত হয় *Lex Talionis* বা ‘যেমন কর্ম তেমন ফল’ নীতি—"চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, প্রাণের বদলে প্রাণ"। আপাতদৃষ্টিতে এটি নিষ্ঠুর মনে হলেও সভ্যতার ক্রমবিকাশে এটি ছিল একটি যুগান্তকারী অগ্রগতি; কারণ এই নীতি প্রতিশোধের ওপর কঠোর সীমারেখা টেনে দিয়েছিল—ক্ষতির পরিমাণের চেয়ে শাস্তির পরিমাণ কখনোই বেশি হতে পারবে না।

ইমানুয়েল কান্টের শর্তহীন কর্তব্যবাদী প্রতিশোধবাদ

প্রতিশোধমূলক মতবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant) তাঁর '*The Metaphysics of Morals*' (১৭৯৭) গ্রন্থে। কান্ট তাঁর নিঃশর্ত আদেশের (Categorical Imperative) মূল ভিত্তি হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন যে, মানুষকে সর্বদা একটি লক্ষ্য (End-in-itself) হিসেবে দেখতে হবে, কখনো কোনো লক্ষ্যের মাধ্যম (Means) হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। কান্টের মতে, অন্য কোনো ভবিষ্যৎ লক্ষ্য অর্জনের জন্য—যেমন সমাজের অন্য মানুষকে ভয় দেখানো বা অপরাধীকে নীতিশিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে—কাউকে শাস্তি দেওয়া চরম অনৈতিক; কারণ তাতে অপরাধীকে পশু বা জড়বস্তুর মতো সমাজের স্বার্থের 'মাধ্যম' হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

> "আদালতের শাস্তি কখনোই অপরাধীর নিজের কোনো কল্যাণ বা সমাজের কোনো হিতসাধনের মাধ্যম হিসেবে প্রয়োগ করা যায় না; বরং শাস্তি সর্বদা এই কারণে দেওয়া আবশ্যক যে সেই ব্যক্তি অপরাধ করেছে... এমনকি যদি কোনো সমাজ তার সমস্ত সদস্যের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে নিজেদের ভেঙে দেওয়ার সংকল্প করে (যেমন কোনো দ্বীপবাসী জনসমাজ যদি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয়), তবুও কারাগারে বন্দী সর্বশেষ নরঘাতকটিকে ফাঁসি দিয়ে তাদের প্রস্থান করতে হবে, যাতে প্রত্যেকের কর্মের উপযুক্ত প্রতিফল পূর্ণ হয় এবং রক্তের পাপের দায় সমাজকে স্পর্শ না করে।" — ইমানুয়েল কান্ট

কান্টের মতে, অপরাধী একজন বুদ্ধিমান ও সচেতন জীব। সে যখন কারও ওপর অন্যায় করে, তখন সে পরোক্ষভাবে সেই অন্যায়ের নীতিটিকেই সার্বজনীন নিয়ম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তাই তাকে তার কাজের সমপরিমাণ শাস্তি দিয়ে রাষ্ট্র মূলত তার স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও মানবীয় সত্তার প্রতিই চরম শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে।

হেগেলের তত্ত্ব: অপরাধের দ্বান্দ্বিক বিলোপ (Negation of Negation)

জার্মান দার্শনিক জি. ডব্লিউ. এফ. হেগেল (G.W.F. Hegel) তাঁর '*Philosophy of Right*' (১৮২১) গ্রন্থে প্রতিশোধবাদের এক গভীর অধিবিদ্যাগত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হেগেলের মতে, ন্যায় বা অধিকার হলো সার্বজনীন ও ইতিবাচক শক্তি। অপরাধী যখন অপরাধ করে, তখন সে সার্বজনীন ন্যায়কে অস্বীকার (Negate) করে। অপরাধ হলো ন্যায়ের নেতিকরণ। কিন্তু অন্যায় কখনো চিরস্থায়ী হতে পারে না; তাই রাষ্ট্র যখন অপরাধীকে শাস্তি দেয়, তখন সেই শাস্তি অপরাধের নেতিকরণকে পুনরায় অস্বীকার করে (Negation of Negation)। এর ফলে মহাজাগতিক ও নৈতিক ভারসাম্যের পুনরুত্থান ঘটে এবং সত্য ও ন্যায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সাধিত হয়।

প্রতিশোধমূলক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা

- **প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার অভিন্নতা:** সমালোচকদের মতে, দার্শনিক পরিভাষায় ভূষিত হলেও প্রতিশোধবাদ আসলে প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিহিংসার নামান্তর। একটি অন্যায় (অপরাধ) হয়ে যাওয়ার পর আরেকটি অন্যায় (শাস্তিজনিত যন্ত্রণা) যোগ করলেই কোনো অলৌকিক প্রক্রিয়ায় প্রথম অন্যায়টি ধুয়েমুছে যেতে পারে না (Two wrongs do not make a right)।
- **শাস্তির সমতা নির্ণয়ের অসম্ভবতা:** 'চোখের বদলে চোখ' নীতি সমস্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হাস্যকর ও অসম্ভব। একজন চোর, চোরাচালানকারী, জালিয়াত বা গুপ্তচরের ক্ষেত্রে হুবহু সমপরিমাণ শাস্তি কীভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব? হুবহু শারীরিক সমতা বজায় রাখতে গেলে রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা অমানবিক বর্বরতার রূপ ধারণ করবে।
- **ভবিষ্যৎ সমাজকল্যাণের প্রতি অন্ধত্ব:** এই মতবাদ সম্পূর্ণভাবে অতীতের দিকে তাকিয়ে থাকে (Backward-looking)। অপরাধী সংশোধন হলো কি না, কিংবা ভবিষ্যতে অপরাধ কমবে কি না—সেই বাস্তব সামাজিক প্রয়োজনকে এই মতবাদ সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে।

৩. নিবারণমূলক বা প্রতিরোধমূলক মতবাদ (Deterrent / Preventive Theory)

প্রতিশোধবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রান্তে অবস্থান করে **নিবারণমূলক বা প্রতিরোধমূলক মতবাদ (Deterrent Theory)**। এটি উপযোগিতাবাদ (Utilitarianism) এবং পরিণামবাদের (Consequentialism) ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই মতবাদের মূল স্লোগান হলো—*Punitur ut ne peccetur* (শাস্তি দেওয়া হয় যাতে ভবিষ্যতে আর কোনো অপরাধ না ঘটে)। এই মতবাদ অনুসারে, যা ঘটে গেছে তা ফিরিয়ে আনা অসম্ভব; সুতরাং অতীতের জন্য অনুশোচনা করে কাউকে কষ্ট দেওয়া নিছক অমূলক হিংস্রতা। শাস্তির একমাত্র যৌক্তিকতা হলো তার ভবিষ্যৎ কল্যাণকর ফলাফল—অর্থাৎ অপরাধ দমন করে সমাজে নিরাপত্তা বিধান করা।

জেরেমি বেন্থামের উপযোগিতাবাদী শাস্তিনীতি

উপযোগিতাবাদের জনক জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham) ঘোষণা করেছিলেন যে, সমস্ত শাস্তিই সহজাতভাবে অনিষ্ট বা অমঙ্গল (Evil); কারণ শাস্তি ব্যক্তির জীবনে দুঃখ বা যন্ত্রণা সৃষ্টি করে। উপযোগিতার নীতি অনুসারে, এই অনিষ্ট কেবল তখনই সমর্থনযোগ্য, যখন তা বৃহত্তর কোনো দুঃখকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়। শাস্তি হলো ভবিষ্যৎ অপরাধ নিবারণের একটি আইনি উপায়। বেন্থামের মতে, মানুষ একটি যুক্তিবাদী ও সুখকামী প্রাণী; সে কোনো অপরাধ করার আগে অপরাধের সম্ভাব্য সুখ এবং শাস্তির সম্ভাব্য দুঃখকে মনে মনে ওজন করে দেখে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো অপরাধের জন্য এমন শাস্তির বিধান রাখা, যার দুঃখ অপরাধজনিত সুখের চেয়ে সামান্য বেশি হবে এবং শাস্তি যাতে দ্রুত ও নিশ্চিতভাবে কার্যকর হয়।

নিবারণের দুটি স্তর: একক বনাম সাধারণ নিবারণ

নিবারণমূলক শাস্তিতত্ত্ব দুটি প্রধান স্তরে ক্রিয়াশীল হয়:

- **একক বা ব্যক্তিগত নিবারণ (Specific Deterrence):** অপরাধীকে এমন শাস্তি দেওয়া যাতে সে যন্ত্রণার ভয়ে ভবিষ্যতে পুনরায় অপরাধ করার সাহস না পায়।
- **সাধারণ বা দৃষ্টান্তমূলক নিবারণ (General Deterrence):** অপরাধীকে জনসমক্ষে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে সমাজের অপরাপর মানুষকে এই বার্তা দেওয়া যে, অপরাধ করলে চরম মূল্য দিতে হবে। এর ফলে সাধারণ জনগণ ভয় পেয়ে অপরাধ থেকে বিরত থাকে।

প্রতিরোধমূলক স্তর (Preventive or Incapacitative Aspect)

যখন কেবল ভয় দেখিয়ে কোনো অপরাধীকে নিরস্ত করা যায় না, তখন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া হয়। এর মাধ্যমে অপরাধীকে শারীরিকভাবে কর্মক্ষমতাহীন (Incapacitate) করে তোলা হয় যাতে সে চাইলেও অপরাধ করতে না পারে। যেমন—দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড, দেশান্তর, অঙ্গহানি (প্রাচীন যুগে), ড্রাইভিং লাইসেন্স বাতিল এবং চরম ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা মৃত্যুদণ্ড।

নিবারণমূলক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা

- **মানুষকে নিছক মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার:** কান্টের ভাষায়, অন্যকে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে একজন মানুষকে জনসমক্ষে শাস্তি দেওয়া তার মৌলিক আত্মমর্যাদার অবমাননা। মানুষ কোনো প্রচারের পোস্টার নয়।
- **নির্দোষকে বলির পাঁঠা বানানোর ঝুঁকি (The Scapegoat Objection):** যদি কেবল সমাজকে শান্ত রাখা বা ভীতি প্রদর্শনই শাস্তির একমাত্র লক্ষ্য হয়, তবে কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে চরম গণবিক্ষোভ থামাতে পুলিশ যদি একজন সম্পূর্ণ নির্দোষ ব্যক্তিকে অপরাধী সাজিয়ে ফাঁসি দেয়, তবে উপযোগিতাবাদের বিচারে তা বৈধ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু যে কোনো সভ্য নীতিবোধ এই কাজকে চরম অন্যায় বলে প্রত্যাখ্যান করে।
- **শাস্তির অমানবিক আতিশয্য:** ছোটখাটো অপরাধ (যেমন পথচলতি পকেটমারি) যদি হঠাৎ বেড়ে যায়, তবে এই মতবাদের অন্ধ প্রয়োগ অনুসারে পকেটমারদেরও ফাঁসি দেওয়া উচিত যাতে অন্যরা সম্পূর্ণ ভয় পেয়ে যায়। কিন্তু অষ্টাদশ শতকের ইংল্যান্ডে পকেটমারির জন্য মৃত্যুদণ্ড দিয়েও অপরাধ বন্ধ করা যায়নি; বরং জুরিরা করুণাবশত অপরাধীকে সম্পূর্ণ বেকসুর খালাস দিয়ে দিত।
- **অপরাধবিজ্ঞানের বাস্তবতার সাথে অমিল:** অধিকাংশ খুন ও মারাত্মক অপরাধ পূর্বপরিকল্পিত শীতল মাথায় হয় না; সেগুলি ঘটে তীব্র ক্ষোভ, মাদকাসক্তি বা মানসিক বিকারের মুহূর্তে, যেখানে ভবিষ্যৎ শাস্তির ভয় সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়ে পড়ে।

৪. সংশোধনমূলক মতবাদ (Reformative Theory)

বিংশ শতাব্দীতে মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও আধুনিক মানবতাবাদের বিকাশের ফলে **সংশোধনমূলক মতবাদ (Reformative Theory)** সর্বাধিক গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। এই মতবাদের মূল তত্ত্ব হলো—অপরাধীকে ধ্বংস করা বা প্রতিশোধ নেওয়া নয়, বরং অপরাধীর চরিত্র সংশোধন করে তাকে স্বাভাবিক ও সৎ নাগরিক হিসেবে সমাজে পুনর্বাসিত করাই শাস্তির একমাত্র নৈতিক উদ্দেশ্য।

দার্শনিক ভিত্তি: অপরাধ একটি মানসিক ব্যাধি

এই মতবাদের মূল সুর প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর 'লজ' ও 'গর্জিয়াস' সংলাপে পাওয়া যায়, যেখানে বলা হয়েছে—অন্যায়কারী মূলত জ্ঞানের অভাব ও আত্মার অসুস্থতায় ভোগে। আধুনিক যুগে মহাত্মা গান্ধীর এক অমর বাণীতে এই দর্শন পূর্ণতা লাভ করেছে: **"পাপকে ঘৃণা করো, পাপীকে নয়" (Hate the sin, love the sinner)**।

সংশোধনমূলক তত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে, কোনো মানুষ জন্মসূত্রে অপরাধী হয় না। সমাজের অর্থনৈতিক বৈষম্য, চরম দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, পারিবারিক কলহ, অসৎ সঙ্গ এবং মানসিক ভারসাম্যহীনতাই মানুষকে অপরাধের পথে ঠেলে দেয়। সুতরাং সমাজের অন্যায় কাঠামোর শিকার এই অপরাধীকে নিছক নিষ্ঠুর শাস্তি দিলে সে আরও হিংস্র ও দাগী অপরাধীতে পরিণত হয়। আদালত ও কারাগারের ভূমিকা হওয়া উচিত একটি হাসপাতালের মতো; যেখানে অপরাধীকে একজন রুগ্ন ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করে তার রোগ নির্ণয় করতে হবে এবং উপযুক্ত চিকিৎসা, শিক্ষা, কাউন্সেলিং ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাকে সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে হবে।

আইনব্যবস্থায় সংশোধনমূলক মতবাদের বাস্তব অবদান

সংশোধনমূলক মতবাদের প্রভাবে আধুনিক বিচারব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে:

- **কিশোর ন্যায়বিচার ব্যবস্থা (Juvenile Justice System):** অপ্রাপ্তবয়স্ক অপরাধীদের সাধারণ কারাগারে না পাঠিয়ে বিশেষ সংশোধনাগার বা হোম-এ রেখে শিক্ষা ও মানসিক উন্নতির ব্যবস্থা করা।
- **প্রবেশন ও প্যারোল ব্যবস্থা (Probation and Parole):** অপরাধীর চরিত্র ভালো থাকলে শর্তসাপেক্ষে তাকে সমাজের মুক্ত পরিবেশে থাকার ও সংশোধনের সুযোগ দেওয়া।
- **উন্মুক্ত কারাগার (Open Jails):** অপরাধীদের কৃষিকাজ, শিল্পকর্ম ও উৎপাদনশীল কাজের সাথে যুক্ত করে আত্মনির্ভরশীল করে তোলা।
- **অনির্দিষ্টকালীন কারাদণ্ড (Indeterminate Sentence):** ক্যালেন্ডারের বাঁধাধরা বছর নয়, বরং অপরাধী কত দ্রুত নিজেকে সংশোধন করতে পারছে তার ওপর ভিত্তি করে মুক্তির দিন নির্ধারণ।

সংশোধনমূলক মতবাদের বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচনা

- **ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্বকে অস্বীকার:** সব অপরাধকে কেবল সামাজিক বা মানসিক ব্যাধি মনে করলে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা ও নৈতিক দায়িত্ববোধের ধারণাই ধূলিসাৎ হয়ে যায়। অপরাধী নিজেকে নির্দোষ 'ভিকটিম' ভাবতে শুরু করে।
- **সি. এস. লিউইসের সতর্কবার্তা (C.S. Lewis's Critique):** বিখ্যাত লেখক ও দার্শনিক সি. এস. লিউইস তাঁর '*The Humanitarian Theory of Punishment*' (১৯৪৯) প্রবন্ধে প্রমাণ করেছেন যে, মানবিকতার নামে সংশোধনমূলক তত্ত্ব রাষ্ট্রকে চরম স্বৈরাচারী ক্ষমতার অধিকারী করে তোলে। প্রতিশোধমূলক আইনে অপরাধী তার কাজের নির্দিষ্ট শাস্তি ভোগের পর আইনত মুক্ত; কিন্তু সংশোধনবাদের অধীনে রাষ্ট্র যদি মনে করে অপরাধীর চিন্তাভাবনা এখনও পুরোপুরি 'সংশোধিত' হয়নি, তবে সরকার তাকে আজীবন মানসিক চিকিৎসালয়ে বন্দী করে ব্রাগ বা ব্রেনওয়াশ করতে পারে। এর ফলে ন্যায়বিচারের সীমারেখা ভেঙে পড়ে।
- **ভুক্তভোগীর ক্ষোভ ও দৃষ্টান্তের অভাব:** কোনো নৃশংস গণহত্যাকারী বা ধর্ষককে যদি আরামদায়ক সংশোধনাগারে রেখে ছবি আঁকা শেখানো হয়, তবে নির্যাতিতের পরিবার গভীর অবিচার অনুভব করে এবং সমাজের ক্ষোভ চরম আকার ধারণ করে।

৫. প্রায়শ্চিত্তমূলক মতবাদ (Expiatory Theory)

ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক দর্শনের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত হলো **প্রায়শ্চিত্তমূলক মতবাদ (Expiatory Theory)**। এই মতবাদের বক্তব্য হলো—শাস্তিভোগের মাধ্যমে অপরাধী তার কৃতকর্মের জন্য অন্তরে তীব্র অনুশোচনা (Remorse) অনুভব করে এবং তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত ঘটে। শাস্তির দ্বারা মনের পাপের কালিমা দূরীভূত হয় এবং আত্মা পবিত্র হয়ে সমাজে ও ঈশ্বরের কাছে পুনরায় গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রে এবং খ্রিস্টীয় কনফেশনের ধারণায় এর ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যায়।

কিন্তু আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় বিচারব্যবস্থায় এই তত্ত্ব সম্পূর্ণ অচল। প্রায়শ্চিত্ত হলো মানুষের অন্তঃকরণের এক নিভৃত, আত্মিক ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি। রাষ্ট্র কোনো অপরাধীকে কারাগারে আটকে রাখতে পারে, কিন্তু তার হৃদয়ে আন্তরিক অনুশোচনা জোর করে চাপিয়ে দিতে পারে না। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত আত্মশুদ্ধি ছাড়া বাধ্যতামূলক শাস্তি মানুষের মধ্যে প্রায়শ্চিত্তের বদলে আক্রোশ ও ক্ষোভেরই জন্ম দেয়।

৬. চিরাচরিত তত্ত্বসমূহের তুলনামূলক বিশ্লেষণ ছক

নিম্নলিখিত সারণিতে প্রধান শাস্তিতত্ত্বসমূহের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্যসমূহ সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো:

শাস্তিতত্ত্ব	দার্শনিক ভিত্তি	দৃষ্টিভঙ্গির দিক	প্রধান লক্ষ্য	প্রধান দুর্বলতা
প্রতিশোধমূলক তত্ত্ব	কর্তব্যবাদ (ইমানুয়েল কান্ট, হেগেল); নৈতিক ন্যায়পরায়ণতা।	অতীতমুখী (অতীত অপরাধের ওপর দৃষ্টি)।	নৈতিক ভারসাম্য রক্ষা ও কর্মের উপযুক্ত প্রতিফল প্রদান।	আইনি প্রতিহিংসায় রূপ নেওয়ার ভয়; সমতার মাপকাঠির অভাব।
নিবারণমূলক তত্ত্ব	পরিণামবাদ ও উপযোগিতাবাদ (জেরেমি বেন্থাম, বেকারিয়া)।	ভবিষ্যৎমুখী (ভবিষ্যৎ সমাজকল্যাণ)।	ভীতি প্রদর্শন ও অক্ষমকরণের মাধ্যমে অপরাধ দমন।	মানুষকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার; নির্দোষকে বলির পাঁঠা বানানোর ঝুঁকি।
সংশোধনমূলক তত্ত্ব	মানবতাবাদ ও সমাজ-মনোবিজ্ঞান (প্লেটো, মহাত্মা গান্ধী)।	ভবিষ্যৎমুখী (অপরাধীর চরিত্র সংশোধন)।	শিক্ষা, চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে অপরাধীকে সুনাগরিক করা।	নৈতিক দায়িত্ব হ্রাস পায়; লিউইসের মতে সীমাহীন স্বৈরাচারের ঝুঁকি।
প্রায়শ্চিত্তমূলক তত্ত্ব	ধর্মীয় অধ্যাত্মবাদ ও বিবেকজাত নৈতিকতা।	অন্তর্মুখী (আত্মার পবিত্রতা)।	অন্তরের পাপমোচন ও আধ্যাত্মিক রূপান্তর।	ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের আদালতে কার্যকর করা অসম্ভব।

৭. সমকালীন আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি: হার্টের সমন্বয়ী তত্ত্ব ও পুনর্গঠনমূলক ন্যায়বিচার

চিরাচরিত একক কোনো তত্ত্বই স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ায় আধুনিক নীতিদার্শনিকরা একটি সুসমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে দুটি সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ:

এইচ. এল. এ. হার্টের সমন্বয়ী শাস্তিতত্ত্ব (H.L.A. Hart's Integrated Model)

অক্সফোর্ডের খ্যাতনামা অধ্যাপক হার্ট তাঁর '*Punishment and Responsibility*' (১৯৬৮) গ্রন্থে একটি অভূতপূর্ব সমাধান উপস্থাপন করেন। হার্ট দেখান যে, শাস্তির দুটি ভিন্ন দিক রয়েছে এবং উভয়ের জন্য আলাদা তত্ত্ব প্রযোজ্য:

- **শাস্তির সাধারণ যৌক্তিক লক্ষ্য (General Justifying Aim):** সামগ্রিকভাবে শাস্তি নামক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি হলো উপযোগিতাবাদী বা নিবারণমূলক। সমাজকে অপরাধমুক্ত রাখা ও সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধনই আইনের মূল লক্ষ্য।
- **শাস্তির বণ্টন ও প্রয়োগের মাত্রা (Distribution of Punishment):** কাকে শাস্তি দেওয়া হবে এবং কতটুকু শাস্তি দেওয়া হবে—তা সম্পূর্ণভাবে প্রতিশোধমূলক নীতির দ্বারা নির্ধারিত হবে। কেবল দোষী প্রমাণিত হলেই একজনকে শাস্তি দেওয়া যাবে (Desert) এবং শাস্তির মাত্রা অপরাধের গুরত্ব অতিক্রম করতে পারবে না।

হার্টের এই সমন্বয়ের ফলে নিবারণবাদের বিপদ (যেমন নির্দোষকে শাস্তি দেওয়া) দূর হয় এবং প্রতিশোধবাদের মানবিক সীমা সংরক্ষিত থাকে।

পুনর্গঠনমূলক ন্যায়বিচার (Restorative Justice)

একবিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক অপরাধদর্শনে **Restorative Justice** বা নিরাময়মূলক ও পুনর্গঠনমূলক ন্যায়বিচার এক যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটিয়েছে। চিরাচরিত আইনে মনে করা হয় অপরাধ হলো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে এক বিমূর্ত অবাধ্যতা। কিন্তু পুনর্গঠনমূলক ন্যায়বিচার বলে—অপরাধ মূলত একটি জীবন্ত মানুষের ওপর আঘাত এবং সামাজিক সম্পর্কের ছিন্নভিন্নতা।

এখানে অপরাধী, ভুক্তভোগী (Victim) এবং সমাজের প্রতিনিধিদের মুখোমুখি বসিয়ে মধ্যস্থতার মাধ্যমে তিনটি প্রধান লক্ষ্য পূরণ করা হয়: (১) অপরাধী ভুক্তভোগীর কষ্ট প্রত্যক্ষ করে নিজের ভুলের দায়িত্ব স্বীকার করে ক্ষমা চাইবে; (২) অপরাধী ভুক্তভোগীকে প্রত্যক্ষ ক্ষতিপূরণ বা সেবা প্রদান করবে; এবং (৩) উভয়েই সমাজের মূল স্রোতে সম্মানের সাথে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। দক্ষিণ আফ্রিকার 'ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন কমিশন' (TRC) এই ধরনের পুনর্গঠনমূলক ন্যায়বিচারের এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত।

৮. মৃত্যুদণ্ড বিষয়ক নৈতিক বিতর্ক (The Capital Punishment Debate)

শাস্তিতত্ত্বের চরম পরীক্ষা সংঘটিত হয় **মৃত্যুদণ্ড (Capital Punishment / Death Penalty)** সংক্রান্ত প্রশ্নে। প্রতিটি শাস্ত্রীয় তত্ত্বের নিরিখে এই বিতর্কের রূপ নিচে বিশ্লেষণ করা হলো:

- **প্রতিশোধমূলক দৃষ্টিকোণ:** কান্টের মতো উগ্র প্রতিশোধবাদীরা বলেন, যে ব্যক্তি অপর মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার নির্মমভাবে কেড়ে নিয়েছে, সে নিজের জীবনের অধিকারও চিরতরে হারিয়েছে। সুতরাং মৃত্যুদণ্ডই তার একমাত্র প্রাপ্য। অপরপক্ষে, বহু আধুনিক প্রতিশোধবাদী বলেন, মানবজীবন এক পরম অমূল্য সম্পদ; রাষ্ট্রীয়ভাবে মানুষ হত্যা করলে রাষ্ট্র নিজেই নরঘাতকের বর্বর স্তরে নেমে আসে।
- **নিবারণমূলক দৃষ্টিকোণ:** মৃত্যুদণ্ডের সমর্থকরা দাবি করেন যে, মৃত্যুর ভয় মানুষের সবচেয়ে বড় ভয়; তাই এটি সম্ভাব্য খুনিদের সবচেয়ে বেশি নিবৃত্ত করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক অপরাধবিজ্ঞানের তথ্য-পরিসংখ্যান প্রমাণ করেছে যে, যেসব দেশে মৃত্যুদণ্ড রদ করা হয়েছে, সেখানে অপরাধের হার একবিন্দুও বাড়েনি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে খুন হয় আকস্মিক উত্তেজনার বশে, যেখানে ফাঁসির ভয় কাজ করে না।
- **সংশোধনমূলক দৃষ্টিকোণ:** সংশোধনমূলক তত্ত্ব মৃত্যুদণ্ডকে একবাক্যে সম্পূর্ণ অনৈতিক ও বর্বর বলে প্রত্যাখ্যান করে। একজন মানুষকে ফাঁসি দিলে তার সমস্ত সংশোধনের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। এটি রাষ্ট্রের নিজের পরাজয় স্বীকারের নামান্তর।

- **ভ্রান্ত বিচারের অপরিবর্তনীয় পরিণতি (Irrevocability of Error):** মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে সবচেয়ে অকাট্য যুক্তি হলো মানুষের বিচারব্যবস্থার অপূর্ণতা। ত্রুটিপূর্ণ পুলিশি তদন্ত, মিথ্যা সাক্ষ্য বা সামাজিক পক্ষপাতিত্বের কারণে বহু নির্দোষ মানুষকে ফাঁসি দেওয়ার নজির ইতিহাসে রয়েছে। ফাঁসি কার্যকরের পর কোনো ব্যক্তি নির্দোষ প্রমাণিত হলেও তাকে আর কখনোই জীবন ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়।

৯. তাত্ত্বিক মূল্যায়ন ও চূড়ান্ত উপসংহার

শাস্তির বিভিন্ন তত্ত্বের তুলনামূলক ও সমালোচনামূলক পর্যালোচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, কোনো একটি একক চরমপন্থী মতবাদ কখনোই একটি সভ্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজের পূর্ণাঙ্গ ভিত্তি হতে পারে না। একটি আদর্শ বিচারব্যবস্থায় সমস্ত তত্ত্বের শুভ উপাদানের এক জৈব সমন্বয় প্রয়োজন:

আইনদর্শনের সমন্বিত সিদ্ধান্ত

প্রতিশোধমূলক মতবাদ নিশ্চিত করে যে, কেবলমাত্র প্রকৃত অপরাধীকেই শাস্তি দেওয়া হবে এবং শাস্তির মাত্রা কখনোই অপরাধের তীব্রতাকে অতিক্রম করবে না—যা নাগরিকের মৌলিক অধিকারের চরম রক্ষা কবচ। **নিবারণমূলক মতবাদ** আইনের প্রতি সাধারণ মানুষের সমীহ ও সামাজিক শৃঙ্খলা বজায় রাখে। **সংশোধনমূলক মতবাদ** নিশ্চিত করে যে, অপরাধীর মধ্যেও সুপ্ত মানবিক মূল্যবোধকে পুনরুজ্জীবিত করতে হবে যাতে সে সুস্থ সমাজজীবনের মূলধারায় ফিরতে পারে। আর আধুনিক **পুনর্গঠনমূলক ন্যায়বিচার** ভুক্তভোগীর ক্ষতে প্রলেপ দিয়ে সমাজের ভ্রাতৃত্ববোধ পুনর্নির্মাণ করে। এই বহুস্তরীয় সুষম সমন্বয়ের মাধ্যমেই শাস্তি প্রতিশোধের অন্ধকার গুহা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে মানবিক ন্যায়ের আলোকিত রাজপথে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ও আকর সূত্র:

১. Hart, H. L. A. *Punishment and Responsibility*: *Essays in the Philosophy of Law*. Oxford University Press, 1968.

২. Kant, Immanuel. *The Metaphysics of Morals*. Translated by Mary Gregor, Cambridge University Press, 1996.

৩. Lillie, William. *An Introduction to Ethics*. Methuen & Co. Ltd., London, Chapter XIV.

৪. Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. 1789.

৫. Lewis, C. S. "The Humanitarian Theory of Punishment." *Res Judicatae*, Vol. 6, 1953.

৬. সেনগুপ্ত, ড. প্রমোদবন্ধু. নীতিবিজ্ঞান. ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা।

৭. চক্রবর্তী, ড. সমরেন্দ্র নাথ. নীতিবিদ্যা. পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা।

৮. দর্শন বিভাগ, কালিপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয় (Kalipada Ghosh Tarai Mahavidyalaya), বাঘডোগরা, পশ্চিমবঙ্গ।